গবেষণা প্রতিবেদন

মুফতি ফাউন্ডেশন:

কওমি অঙ্গনে ক্রুসেডারদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন

হাম্মাদ আব্দুল্লাহ

MOVE

MOTIVATE AND ORGANIZE VOLUNTARY ENGAGEMENT

দেশের বিশুদ্ধ দ্বীনি শিক্ষা ও ইসলামি সংস্কৃতিচর্চার ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র কওমি মাদরাসাগুলোতে সম্প্রতি মুভ ফাউন্ডেশন নামের একটি বেসরকারি এনজিও সংস্থা বিভিন্ন দ্বীন ও ঈমান-বিধ্বংসী কার্যক্রম শুরু করেছে। কওমি মাদরাসার ছাত্র ও আলেমদেরকে তারা চিহ্নিত করেছে পশ্চাদপদ, অধিকার-বঞ্চিত, জঙ্গীভাবাপন্ন ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে। তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যেই নাকি তারা কাজ করছে। সামাজিক সম্প্রীতি, মূল্যবোধ ও স্বাস্থ্যসচেতনার কথা বললেও এদের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো, ক্রুসেডার কুফফারদের তথাকথিত CVE (Countering Violent Extremism) বা সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ।

মুভ ফাউন্ডেশনের পরিচয়

মুভের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের ভাষ্যমতে 'মুভ ফাউন্ডেশন তরুণদের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি অলাভজনক সামাজিক কল্যাণমূলক সংস্থা। ২০১৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।' এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৫ সালে। বাংলাদেশের মতো পাকিস্তান ও মিসরেও তাদের কার্যক্রম রয়েছে। বাংলাদেশে মুভ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখানো হচ্ছে জনাব সাইফুল ইসলামকে। পাশ্চাত্যের ইসলাম-বিরোধী এজেন্ডা কাউন্টার টেরোরিজম নিয়ে তার এক্টিভিটি চোখে পড়ার মতো। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সে কাজ করেছে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্ট্যাট, নেদারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন পাশ্চাত্য সংস্থায়। সুতরাং পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে তার ব্যাপক দহরম মহরমের বিষয়টি স্পষ্ট। মুভ ফাউন্ডেশনের বিদেশি পার্টনারদের মধ্যে আছে, জার্মান অ্যাম্বেসি এবং কাউন্টার টেরোরিজম কেপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম অব গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা। আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গেও এদের নিবিড় সম্পর্ক আছে। ২০১৮ সালের অক্টোবরে হোটেল সোনারগাঁয়ে অনুষ্ঠিত Workshop On Misinformation Management নামের একটি প্রোগ্রামে এদের পার্টনার ছিল আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট। দেশীয় সুশীল সমাজ ও মডারেট ইসলামি চিন্তাবিদরা উপস্থিত থাকলেও মূল বক্তা এসেছেন খোদ আমেরিকা থেকে। এখান থেকে স্পষ্ট হয়, মুভ ফাউন্ডেশন ক্রুসেডার জোটেরই এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে এদেশে।

মুভ ফাউন্ডেশনের নেপথ্যে কারা?

স্বাস্থ্যসচেতনতা, সামাজিক সম্প্রীতি, মানবিক মূল্যবোধের স্লোগান দেখে আপাতদৃষ্টিতে মুভ ফাউন্ডেশনকে বড়ই নিরীহ গোছের এনজিও মনে হয়। একটু তলিয়ে দেখলেই চোখে পড়বে, এরা মুসলিম দেশগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানোর কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার জোটের বেতনভোগী কর্মচারী। তাই এটি একটি Non-profit Organization বা অলাভজনক সংস্থা। মুভ ফাউন্ডেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের হোম-পেইজেই তাদের প্রোমোশনাল ভিডিওতে দেখা যায়, শুরুতেই তারা Amman Youth Declaration 2015 এবং UN Security Council Resolution 2250 বাস্তবায়নের কথা বলছে। চলুন প্রথমে দেখা যাক, Amman Youth Declaration 2015 আসলে কী?

২০১৫ সালের ২১ ও ২২ আগস্ট জর্দানের রাজধানী আম্মানে কুফফার জোট জাতিসংঘ ও জর্দান সরকারের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় The Global Forum on Youth, Peace and Security। তথাকথিত কাউন্টারিং ভায়োলেন্ট একস্ট্রিমিজম এন্ড টেরোরিজম বা উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের আড়ালে মুসলিম তরুণদের গেলানো হয় মডারেট ইসলামের কুফুরি পাঠ। দুই দিনব্যাপী চলে বক্তৃতা, আলোচনা, বেহায়া অর্ধনগ্ন ইউরোপিয়ান তরুণীদের দেহপ্রদর্শনী, জম্পেশ ডিনার, মিউসিক কনসার্ট, আর তরুণ-তরুণীদের উদ্দাম যৌথ নৃত্য। ফোরামে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য দেন খোদ আমেরিকার স্টেট সেক্রেটারি জন কেরি। এই গ্লোবাল ফোরামেই গৃহীত হয় Amman Youth Declaration 2015। এতে তথাকথিত উগ্রবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপের নীলনকশা প্রণীত হয়।

৯ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে কুফফার জোট জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হয় UN Security Council Resolution 2250, যেখানে Amman Youth Declaration 2015-কে গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা গেল, মুভ ফাউন্ডেশন সেবার আড়ালে মূলত কুফফার সংঘের UN Security Council Resolution 2250-এর বাস্তবায়নই করছে। ঈমান ও কুফরের চলমান লড়াইয়ে মুভ ফাউন্ডেশন ক্রুসেডার কাফেরদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে ময়দানে আবির্ভূত হয়েছে। এরা আপনার কাছে টাকা চায় না, আপনাকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ঈমানের শিবির থেকে বের করে কুফরের শিবিরে অন্তর্ভুক্ত করাই এদের লক্ষ্য।

Amman Youth Declaration 2015

মুভ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আগেই বলা হয়েছে, মুভ ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য আন্তর্জাতিক কুফফার জোটের UN Security Council Resolution 2250-এর বাস্তবায়ন। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এরা লিখেছে, তাদের মূল আগ্রহ হলো কওমি মাদরাসার ছাত্র ও আলেম-উলামা। তাদের ভাষ্যমতে, তারা মাদরাসার ছাত্রদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দূর করতে খুবই আগ্রহী। তারা সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, সম্প্রীতি ইত্যাদি নিয়ে কাজ করতে চায়।

আসলে তাদের মূল টার্গেট হলো CVE – Countering Violent Extremism বা সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ। সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ কথাটি শুনতে বেশ ভালো। তবে সচেতন মুসলমানদের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, নাইন ইলেভেন হামলার পর আমেরিকা ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। হাজারো মুসলমানের খুনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ঘোষণা করে, 'বিশ্ববাসীর জন্য দুটি পথ খোলা আছে, হয় তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে অথবা আমাদের শত্রুদের সঙ্গে।' আমেরিকা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নতুন কৌশল গ্রহণ করে। এই নতুন কৌশল অনুযায়ী Violent Extemism বা সহিংস উগ্রবাদের অর্থ হলো, ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং দেশে দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কুফফার জোটের চালানো সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। আর Countering violent extremism-এর অর্থ হলো, মার্কিন নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার জোটের পরিচালিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সকল কার্যকরী পথ বন্ধ করে দেওয়া। সহজ ভাষায়, আফগানিস্তানে যারা মার্কিন সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলা করছে, তারা সহিংস উগ্রবাদী; ইরাকে যারা আমেরিকান সন্ত্রাসের মোকাবেলা করছে, তারা উগ্রবাদী; কাশ্মীরে যারা মালাউন মুশরিকদের সন্ত্রাসের মোকাবেলা করছে, তারা উগ্রবাদী; আরাকানে যদি কেউ মগ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তারা উগ্রবাদী; চীনে যদি কেউ নিপীড়িত উইঘুরদের পক্ষে দাঁড়ায়, তারা উগ্রবাদী।

কওমি অঙ্গনের আলেম ও তালিবে ইলমরা যেন ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়নের পথে পা না বাড়ায়, বিশ্বব্যাপী ক্রুসেডারদের পরিচালিত মুসলিম নিধন মিশনের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়, এটি নিশ্চিত করাই মুভ ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য।

এরা আমাদের উগ্রবাদ প্রতিরোধের সবক শেখাতে আসে! অথচ বর্তমান বিশ্বে আমেরিকাই সবচেয়ে বড় উগ্রবাদী সন্ত্রাসী। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা Global Research-এর জরিপ মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত ৭৩ বছরে আমেরিকা ৩ কোটি নিরীহ বেসামরিক মানুষ হত্যা করেছে। আহত করেছে ৩০ কোটি মানুষকে। বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের! সন্ত্রাসী স্বয়ং বিনামূল্যে ফেরি করে বেড়াচ্ছে সন্ত্রাস প্রতিরোধের শিক্ষা।

মুভ ফাউন্ডেশনের দ্বীন-বিধ্বংসী কার্যক্রম

মুভ ফাউন্ডেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেখা যায়, তাদের ঘোষিত মোট পাঁচটি প্রোগ্রামের মধ্যে প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম হলো, Community Awakening and Peace-building (CAP) Program। এটি মূলত ক্রুসেডার জোট ঘোষিত

মুভ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া একটি কার্টুন।

Countering violent extremism প্রোগ্রামেরই নামান্তর। এই প্রোগ্রামের আওতায় তারা কওমি মাদরাসার আলেম ও তালিবে ইলমদের জঙ্গীবাদ-বিরোধী প্রশিক্ষণ দেয়। এই প্রোগ্রামের প্রোমো ভিডিওতে দেখা যায়, নাস্তিক-বিরোধী আন্দোলন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কটূক্তিকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনসহ বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলনকে তারা উগ্রবাদী আচরণ হিসেবে তুলে ধরছে। লালখান বাজারের সেই বিতর্কিত বিস্ফোরণের ঘটনাকে হাইলাইট করে বোঝাচ্ছে, কওমি মাদরাসায় জঙ্গীবাদ শেখানো হয়। তাই তাদের জঙ্গীবাদ-বিরোধী প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি।

মুভ ফাউন্ডেশন ২০১৬ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে ছয়টি কর্মশালার মধ্য দিয়ে ১২৪ জন তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেয়। এই প্রশিক্ষণে ৬১ জন ছিল বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আর বাকি ৬৩ জন ছিল বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

জঙ্গীবাদ-বিরোধী কর্মশালার নামে তারা ধর্মীয় বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে উঠে তরুণ-তরুণীদের নিয়ে সম্মিলিত গ্রুপওয়ার্কের আয়োজন করছে। বেপর্দা বেহায়া সুন্দরী তরুণীদের গা ঘেঁষে বসে সাদা জুব্বা পরিহিত কওমি সন্তানরা কাফের ক্রুসেডারদের বেতনভোগী চেলাদের কাছ থেকে সামাজিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠার সবক নিচ্ছে। সৈয়দ আহমাদ শহীদ, ইসমাইল শহীদ, কাসেম নানুতুবি, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির উত্তরসূরিদের আজ বেহাল দশা। তারা আজ কুরআন-সুন্নাহয় সহনশীলতার শিক্ষা খুঁজে পায় না। উস্তাদদের দরসে শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির সবক খুঁজে পায় না। তারা আজ সহনশীলতার শিক্ষা নিতে যাচ্ছে খ্রিষ্টান এনজিওর কর্মশালায়। আস্তাগফিরুল্লাহ। প্রতিনিয়ত শত শত সরলমনা মাদরাসার ছাত্র তাদের খপ্পরে পড়ে ঈমান-আমল ধ্বংস করছে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

Tollerence, Respect & Peace প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

২০১৬ সালের ২৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত Workshop On Tollerence, Respect & Peace-এর ওপর নির্মিত ভিডিওতে দেখা যায়, মাদানীনগর মাদরাসার মনজুরুল হক নামের এক ছাত্র বলছে, 'আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হওয়া উচিত আমরা মানুষ। মুসলমান পরিচয় দেওয়ার চেয়ে মানুষ পরিচয় দিলেই ভালো।' মুভের ছাত্ররা প্রশিক্ষণ শেষে বের হয়েই বিভিন্ন ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে ও কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে লেখালেখি করছে।

মুভ ফাউন্ডেশনের নতুন কৌশল

জঙ্গীবাদ-বিরোধী কর্মশালার নামে বেহায়া বেপর্দা নারীদের সঙ্গে সাদা জুব্বা পরা কওমি তরুণদের গা ঘেঁষাঘেষি করে বসে শান্তির সবক নেওয়ার ছবি ভাইরাল হওয়ার পর চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ফলে কৌশল পাল্টাতে বাধ্য হয় মুভ ফাউন্ডেশন। এখন তারা কাজের কিছুটা করছে গোপনে। হারানো ইমেজ ফিরে পেতে তারা কওমি অঙ্গনে প্রভাবশালী আলেম ও তালিবে ইলমদের কাছে টানার চেষ্টা করছে। কিছু দুনিয়ালোভী মোল্লাদের তারা টাকা ও খ্যাতির লোভ দেখিয়ে দলে ভিড়াচ্ছে। কিছু সরলমনা ও অনভিজ্ঞ মুহতামিমদের মোটা অঙ্কের নগদ অর্থ সাহায্যের লোভ দেখিয়ে পক্ষে টানছে। আর কতিপয় বিভ্রান্ত উচ্চাভিলাষী আধুনিকমনা কওমি তরুণকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুভের ব্যাপারে ইতিবাচক প্রচারণা চালাচ্ছে। তারা ইনিয়ে বিনিয়ে বলার চেষ্টা করছে মুভ একটি নিরীহ সামাজিক কল্যাণমূলক সেবা সংস্থা। এটিকে নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কওমি অঙ্গনের অনেক সজ্জন, মেধাবী ও দ্বীনদার মুসলিম পরিবারের সন্তানকেও দেখা যাচ্ছে, তারা মুভের পাল্লায় পড়ে তাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, প্রতিবার মুভ ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর যখন তাদের নিয়ে বিতর্ক ওঠে, তখন তারা একান্ত গোবেচারার মতো বলেন, 'মুভ কি আমরা জানি

না। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর সত্যতা আমরা পাইনি।' অথচ মুভের মূল প্রোগ্রাম CVE – Countering Violent Extremism বা সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ যে, ইসলামের বিরুদ্ধে কুফফার জোটের চলমান যুদ্ধের একটি অংশ, এটি তো ওপেন সিক্রেট। পশ্চিমারা এটি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করছে। একজন মুসলিম যার আকিদায় কোনো ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেনি কিংবা অন্তরে নিফাকের ব্যাধি প্রবল হয়ে ওঠেনি, তার কাছে তো এসব স্পষ্ট থাকার কথা! এদের বিবেচনাশক্তি লোপ পেয়েছে নাকি টাকা ও খ্যাতির লোভে বুঝেও না বোঝার ভান করছে? আশ্চর্য এরা সগর্বে অনুষ্ঠানের ছবি প্রকাশ করছে এবং নানান অজুহাতে মুভের দ্বীন-বিধ্বংসী কার্যক্রমের পক্ষে সাফাই গাচ্ছে! আফসোস! শত আফসোস! এই করুণ পরিস্থিতিতেও কওমি মাদরাসার কর্ণধারগণ আজ পর্যন্ত মুভের ঈমান-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মুখ খুলেননি। এদিকে অনেক ছাত্র বিপথগামী হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তারা প্রকাশ্যে কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে অনলাইনে আওয়াজ তুলছে। কওমি মাদরাসার সিলেবাস নিয়ে প্রশ্ন তুলছে! সিলেবাস সংস্কার করার জন্য কি কওমি মাদরাসায় উপযুক্ত কোনো কর্তৃপক্ষ নেই? ছাত্ররা বিদেশি এনজিওর কাছে গিয়ে কেন বলছে, তাদের সিলেবাস পূর্ণাঙ্গ নয়?

সাবধান হোন হে কওমি তরুণ!

নিজের ঈমান-আমলের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করুন! আকিদায়ে ওয়ালা-বারার পাঠ অন্তরে জিন্দা করুন। হৃদয় থেকে নিফাকের ব্যাধি ঝেঁটিয়ে বিদায় করুন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা ক্রুসেডারদের পরিচালিত সংস্থা মুভের পক্ষে সাফাই গাইছে, তাদের চিহ্নিত করুন। তাদের মুখোশ উন্মোচন করুন। তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করুন। মুভ ফাউন্ডেশনের দ্বীন-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অনলাইন ও অফলাইনে আওয়াজ তোলা প্রতিটি মুসলমানের দ্বীনি দায়িত্ব।

লেখক : আলিম, দায়ি, গবেষক ও প্রাবন্ধিক।